কয়েকটি গল্প

নাসিমা সেলিম অলীক

<u>প্রথম গল্প</u>

ক্রিকেট

কালো হাফপ্যাণ্টে সাদা স্ট্রাইপ। হাফপ্যাণ্ট পরা কালো ছেলেটা এতক্ষণ বল করছিল। হঠাৎ কখন যে বল ছেড়ে দিয়ে ব্যাট ধরল দুই হাতে শক্ত ক'রে - লক্ষ্য করিনি। গাঢ় নীল ফুলপ্যাণ্ট আর নীল গোলাপী ফুলশার্ট গায়ে দিয়ে যে ছিল ব্যাটসম্যান সে এখন বল করছে। মাঠে ঘাস সামান্যই। ধুলো বেশি। ওদের দৌড়াদৌড়িতে ঘাস মরছে। ধুলো উড়ছে। কত সহজে ওরা জায়গা পরিবর্তন করছে। করতে পারে। শিশুরা। শৈশবকাল– যেমনি হোক, অত্যাচার বা স্কেলের মার কিংবা বুড়োদের নোংরা কাজ বা শুধু বড় হতে চাওয়া যাই হোক, ভাবতে ভালো। যদিও দুঃখ হয়। যেন ফিরে যেতে পারা যায় না, প্রত্যাবর্তন ভালো নয় জেনেই নিজে নিজে ই□ছা ক'রে কষ্ট পাওয়া। ঠিক বিলাস বলা যাবে না। তবে ঐ□ছক। অনি□ছা হলে সেই বেদনা ভুলেও যেতে পারি। কিন্তু আমি তা কখনও করি না। হয়তো কখনও কখনও করিও। এখন মনে পড়ছে না করি কিনা। মনে করতে চা□ছ না। একজন 'কবি' নামে পরিচিত চেনা লোক বলেছিল : 'শৈশব নিয়ে স্মৃতিগত যন্□ণা– এ যে অসুস্থতা।' কে আবার একটু অন্য স্বরে বলল : 'পারভার্সান!' একই হল। সুস্থ নয়। স্বাস্থ্যের লক্ষণ শুধু সুখে– যা চাই তা পেলে যে সুখ, এবং দুঃখে– যদি না পাই। অথচ এই যে এখন নীল ফুলপ্যাণ্ট আবার ব্যাট ধরেছে আর হাফপ্যাণ্ট দৌড়ে যা□ছ বল ছুঁড়তে– এদের গতি ও আপেক্ষিক স্থিতিতে পাওয়া-না পাওয়া অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের বোধটুকু কোথায় কেমন ক'রে আছে। জানতে ই□ছা করছে। হ্যাঁ মাঝেমাঝেই শূন্যে লাফানো বল ফুলপ্যাণ্টের দুই হাতের তালুর মধ্যে গোপনে লাজুক হয়ে পরাস্□ ভঙ্গিতে লুকিয়ে যা□ছ আর তখন কয়েক সেকেণ্ড ব্যাটধরা হাফপ্যাণ্ট মাথা নিচু ক'রে ব্যাট সামনে এগিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুর□ করেছে। এবং তখন মনে হলেও হতে পারে– হাফপ্যাণ্টে দুঃখ এবং ফুলপ্যাণ্টে সুখ। যদি ধরে নেয়া যায়, এখানে প্রাপ্তি বিষয়টা একজনের ব্যর্থতায়। বা, এক ধরনের সফলতায়। হাফপ্যাণ্ট বলটা মাটির সাথে শুইয়ে দিতে পারেনি। এমনকি, এমন করে শূন্যেও ছুঁড়তে পারেনি যাতে ফুলপ্যাণ্টের দুই হাতের দৈর্ঘ্য বল খুঁজে না পায়।

হাফপ্যাণ্ট পেরেছে যা ফুলপ্যাণ্ট চেয়েছিল। হাফপ্যাণ্ট যা চেয়েছিল হাফপ্যাণ্ট তা পারেনি। এবং পাওয়া না-পাওয়াতেই নির্ধারিত হয়েছে এর সুখ, ওর দুঃখ।

এত কি সহজ অনুভূতির হিসাব? রোদের ঝাঁঝ থেকে অনেক দূরে সরে এসে, তার জালের সামনে সিমেণ্টের ঠাণ্ডা বেঞ্চে বসে ওদের খেলা– ওদের সুখদুঃখের ভাবনাই কি শুধু উদ্বিগ্ন করে আমাকে? পিচের চারপাশে পাঁচ ছয়টা লম্বা বাঁশ পুঁতে রাখা– তার পাশে মাটির ঢিবি– সেখানে তিনটা কালো শিশু– লাল শাড়ি প'রে তাদের মা– ভাঙা দেয়াল– কাছে রাধাচূড়া– তাতে ফুল নাই শুধু ধুলোপড়া ধুসর পাতা– গুঁড়ির নিচে ফেলে দেয়া কাগজ– সিগারেটের প্যাকেট– মোরগমার্কা কী যেন– হলুদ মরা পাতা– সবুজ র‍্যাপিং পেপার– কালো পলিথিন– সাদা পলিথিন– সাদাকালো পলিথিন– বাদামের ঠোঙা– টুকরা টুকরা অসংখ্য ইট, সিমেণ্টের গুঁড়া– গ্যাস লাইনের পাইপ– ময়লা পানির পাইপ– ড্রেনের গর্ত– ব্যবহৃত কনডম– সব ছাড়িয়ে লালরঙা ইটের দালান আর আমার খুব কাছাকাছি একটা আতাফলের গাছ– আমি দেখতে পাই। কিন্তু এরা কেউ কথা বলে না আমার সাথে। আমার কথা শোনেও না তারা। আমি চাই এরা একযোগে কথা বলতে আরম্ভ কর□ক। আর নাম দিক আমাকেও। জানতে কি চাইতে পারে না এই জীব ও জড়ের পৃথিবী একবার : 'তোমার নাম কী ? কিসে তুমি ব্যথা পাও???'

যদিও আমার বোঝা হয়ে গেছে, বাস্□বিক এতসব প্রশ্ন আমি চাই না। দিতে বা পেতেও চাই না উত্তর। আমি আমার জিজ্ঞাসাকে ভালোবাসি। এবং এই নীরব বিষণ্ন প্রশ্নের তালিকা– প্রত্যাশার ব্ল্যাকলিস্টে যখন তখন যার তার নাম তুলে দেয়া পছন্দ করি। যেমন, চেনাঅচেনা জীবিতমৃত কল্পিত-স্বপ্নে থাকা– মানুষ প্রাণী বৃক্ষ জড়– স্থান, সময়– চিন্□া অনুভব সাধনা শান্□ বা মৃত্যু এবং নির□দ্দেশ এবং কর্ম কাউকে, কোনও কিছুকে বাতিল করতে পারা– অবদমিত করতে চাওয়া ভালো বুঝি না।

তাই, এইমাত্র বলটা উড়ে এসে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে ছিটকে পড়লে এক ধরনের খুশি হই। অসহনীয় রকমের চুপচাপ পৃথিবীতে এই স্স্পর্শের অনেক দাম। প্রাত্যহিক বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সুপার মার্কেটেও অনেকে কেনে না ব'লে রাখে না। আমাকে এবং আশা করি প্রত্যেককে ঘণ্টা ঘণ্টা নিবিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট থেকে যদি এমন এক দুই তিন সেকেণ্ড খুঁজে পেতে দেখা যায় তো খুব শান্□ হই। কিন্তু হাফপ্যাণ্ট আর ফুলপ্যাণ্ট বড় চঞ্চল শিশু। আমি যে নকল মানুষ ওরা সেটা কেমন ক'রে যেন বুঝতে পারে। এ লেখা যে খুব আন্□রিক মন্□ণার কুফল, নিজস্ব নিষ্ঠার দুর্বাঘাসে ওড়া কমলা ফড়িং না– ওরা জানতে পেয়েছে। ব্যাট হাতে প্রায় তেড়ে আসল হাফপ্যাণ্ট। আর ওর চেয়ে বয়সে বড় লম্বায় উঁচু ফুলপ্যাণ্ট বাজারী ফিল্মের মস্□ান নায়কী হাসিতে আপাদমস্□ক আমাকে দেখতে শুর□ করল। মনে পড়ে গেল আমার বুক উঁচু– চুল লম্বা– গলায় ওড়না– হাতে ঘড়ি, ঘড়িতে ধুকপুক সময়– ব্যাগে টাকা এবং ভ্রমণসঙ্গী টিস্যুপেপার– দুটো তুলার

প্যাড– আমার ঊর□মুলে গহীন সংবেদী অরক্ষিত এক গর্ত। আর ফুলপ্যাণ্ট যে শিশু থেকে কিশোর মানে অপূর্ণ উভলিঙ্গের বোধ ডিঙিয়ে নাকের তলায়, বাহুর গুহায় গোঁফ, নাভির নিচে ত্রিভুজ অরণ্য ও জোরালো কোনও বিবমিষায় উত্তেজিত হতে পারার আরম্ভে পৌঁছে যেতে যেতে সে যে মানুষের অধিক কোন প্রচলিত বিভাজনে বিশ্বাসী হতে শুর□ করেছে– আমার মনে পড়ে যা□ছ। আমি আহরিত সকল সহজতার অনুভব এক দুই তিন... ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। অথচ একটু আগে, একটু আগেও শুধু ক্রিকেট খেলা ছিল আর আমি ও আমরা অণুপরমাণুর সম্মিলিত বিভিন্ন প্রয়াসের নাম হয়ে ছিলাম।

হাফপ্যাণ্ট বলল : 'আফা, বলটা দিতাছেন না ক্যান্?

ফুলপ্যাণ্ট: 'আরে দিব না ক্যান্। দিব। (আমার দিকে একটু তীর্যক চোখা চোখে তাকিয়ে) দিয়া দ্যান। আমাগো লগে পারবেন না। খামাখা...' (ব'লে মাথা নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি ঘষে) আমার অকারণ গোঁয়ার্তুমি দেখে নিজেই আমি স্□ম্ভিত। অবাক। অত্যন্□ লজ্জিতও। এমনকি ওরাও যেন এই অহেতুক আড়ম্বরে অস্□িত্বের প্রাচীনকষ্ট বোধ করতে শুর□ করেছে। তিনজন প্রাণী মাত্রেই ভিড়। নিঃসঙ্গ তো নয়ই– সঙ্গের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কিছু। এখানে নৈ:শব্দের অর্থ অস্বস্□ এবং শব্দের অপেক্ষা। কোন শান্□ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। অতি মাত্রায় জটিল সব বোধবুদ্ধিযুক্তিচিন্□ার আওয়াজে আমার– হাফপ্যাণ্টের– ফুল প্যাণ্টের ত্রিভুজ ক্ষেত্রে বাতাস কেমন গুমোট। স্রোত নেই পরিবেশে। মাথার উপরে আকাশটাও অনড়। মেঘ নীরব– বৃক্ষজড়পিপীলিকা থমকে আছে– দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের খুঁটি, তারের জাল এবং আমরা সকলেই নিষিদ্ধ পীড়ায় ভুগছি। এই অসুখের নাম নেই। প্রতিরোধক ছিল যদি বলটা আমাকে না ছুঁত– প্রতিষেধক আছে যদি বলটা ছুঁড়ে দিই। কিন্তু যদি না দিই, যদি না দিতে চাই, যদি বলি- নেব, আমার প্রয়োজন রয়েছে। একটা ক্রিকেট বল আমার বুড়ো আঙুলে নাড়া দিলে বলটা ফেরত দিতে আমি জটিল রকমের ব্যথা পাই। যদিও হাফপ্যাণ্ট-ফুলপ্যাণ্টের নিরব□ছন্ন বল-ব্যাট-ব্যাট-বল-ব্যাট-বল-ব্যাট... স্থান পরিবর্তন, বল বদলানো, হাত ঘুরে ব্যাট দেয়া-নেয়া দেখেই প্রথম নিবিড় অস্থিরতা, অনেক বছর পরে আমার চৈতন্যে– তার চেয়েও অধিক তাড়নায় প্রকাশ্য কলমে পুরাতন আত্মার মতো ভর করে এসেছে। তবু এই বলটা কেমন করে ফিরিয়ে দিই। কেমন করে ধরে রাখি। কি করে বলি 'বলটা দেব না'। অথবা বলি : 'বল দেব।' রেখে দেয়া, দিয়ে দেয়া'র তফাৎটা যত সময় যায় এত দুর্বোধ্য হয়ে যেতে থাকে যে সিদ্ধান্□ের দরকারও মনে পড়ে না। চিন্□া শিথিল, কর্ম শিথিল। আমার দুই হাতের আঙুল খসে র□ক্ষ চামড়া ওঠা ফাটা সাদা সবুজ টেনিস বলটা গড়িয়ে পড়ে যায়। নিজ মনে গুটি গুটি হেঁটে পথ ক'রে নেয়। হাফপ্যাণ্ট ধরে রাখা শ্বাস ছেড়ে দেয়। ফুলপ্যাণ্ট চাপা গলায় কী একটা কুৎসিত কথা বোধহয় বলতে গিয়েও থেমে যায়। আর খুব দ্র□ত রোদ প'ড়ে আসে। কারণ সুর্যটাও নড়েচড়ে চলাফেরা করার আগ্রহ বোধ করে। এবং হঠাৎ বাতাসের জোর যে কোন সময়ের চেয়ে অনুভুতিপ্রবণ– তিনটা ছেলে দৌড়ে আসে মাঠের মাঝখানে।

কী যেন একপ্রকার স্ব□ছলতার স্বাদ মাঠে-ঘাসে-খেলার পিচে। আমাকে সকলেই ভুলে যায়। যেমন অকস্মাৎ বলটা কক্ষচ্যুত-বিশৃ□খল-মেজাজী, ততটাই গতিময়তায় সে নিজস্ব উইকেট টু উইকেট টু ফিল্ড টু বোলার টু ব্যাটসম্যান। আর সকলেই খেলোয়াড়। ঘাস-ধুলো-আতাগাছ-ড্রেন-লাল ইট। তারপর আমি। তার জালের পেছনে তেমনি নিষিদ্ধ। মনে করিয়ে দেয়, আমি শিশু ছিলাম– আর নেই। এবং আমার নারীত্বের বিস্রস্□তা জগতের আর কারও ব্যক্তিগত যন্□ণার বিষয় নয়। যি খেলতে আমি না-ও পারি, দেখতে শুনতে ভাবতে কাঁদতে হাসতে দৌড়াতে না পেরে কে আমাকে মলিন গম্ভীরতা উপহার দিয়েছিল বা দিতে পারে! এখন চেককাটা লুঙ্গি পরে যুবক বড় ভাই ওদের বকছে। কোনও কাজে দেরি করে ফেলেছিল ওরা। তাতে ক্ষতি হতে পারে সংসারের। বিবেচনা আশা ক'রে যুবক বল কেড়ে নেয়। কাঠের ভাঙাচোরা ব্যাট ভাঙে, আরও ভাঙে। হাফপ্যাণ্ট কাঁদে। ফুলপ্যাণ্ট রক্তিম চোখে লাল চেহারায় লড়াকু মোরগের সাহসে তর্ক করছে... তর্ক করছে শুধু... কিন্তু হাঁটুতে বা বাহুতে বা বয়সে জোর বেশি তো নেই। যুবকটি তার ভাই। আর এইমাত্র যে প্রৌঢ়জন তীব্র স্বরে কথা ক'য়ে ক'য়ে উন্মাতাল করছে পরিস্থিতি, তিনি এদের পিতা।

তিনি বলছেন : *ক্রিকেটের গুষ্ঠি কিলাই*।

দ্বিতীয় গল্প

কিন্তু শব্দ না

যা কিছুই করা হোক, একটা কিন্তু থাকে। থেকে যায়। কিন্তু... কিন্তু... কিন্তু... তাই শুয়ে বসে ঘুমিয়ে জেগে দৌড়ে কেঁদে হেসেও ক্লান্তি□ আসে। ভালো লাগে না বলতে– ভালোবাসি, অথবা– ঘৃণা করি। শব্দ বড় দুর্বল প্রকাশে। কিন্তু শব্দ ছাড়া 'আর কিছু' বড় অসভ্য, অনেকে বা প্রায় সবাই বলে। চোখ, মুখ বা শরীর ভঙ্গি, স্স্পর্শ– জিভ ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু বলতে চায়– বলতে পারে। কিন্তু সেকথা শুনি না, ঠিকমত বলতে শিখি না। আমার নাম কী এই প্রশ্নই বড় হয় আমি কী পারি তার চেয়ে। আমি কী, তাকে ছাড়িয়ে জানতে চায় আমি কী পারি। আমি কে-র চাইতে বিরাট জিজ্ঞাসা আমি কী। কে, কী, কী পারে, নাম কী। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্□ চারটি প্রশ্ন। আমার সময় কাটে এই চার প্রশ্নে। অহর্নিশ। যখন ঘুমাই, যখন জেগে থাকি, যখন মাতাল হই বা বুঁদ গাঁজায়-গানে-মদে-নাচে-সিনেমায়-বইয়ে... যখন শরীরের গন্ধ আমার শরীরের কাছে তখন; তখনই প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন। আর সব প্রশ্নের শুর□ হয় কিন্তু দিয়ে, কে না জানে! কেউ কি জানে?

আমার বয়স তখন নয় বছর হবে। পুরনো ঢাকার লোহার রেলিং ধরে বাবার জন্য অপেক্ষার দিন শেষ। বাখরখানির সকালবেলার গন্ধ নাই। গোবরে গর□র দুধের ফেনা মিশে মিশে যায়, আমি দেখি না। কান টানতে টানতে নতুন ঢাকার বি□ছরি গাছশুন্য অভদ্র অন্ধকার বাড়ির একতলায় আমাকে নির্বাসন। আমি একা পিঁপড়ার সাথে খেলতে শিখি। সিমেণ্ট ভেঙে বারান্দার কোণে মাটি খোঁড়ার প্রত্যাশা রাখি। সম্ভব হলে গুপ্তধন (!) মানে ভাঙা কাঁচের গুঁড়ো, সিগারেটের রূপালী কাগজ, চকলেটের রঙিন মোড়ক যাকে "সিলভার-সিলভার" ভেবে জমাতে চেয়েছি... এই সব খুঁজে খুঁজে বিকাল। যখন বাসার নারকেল তেল ও বাসি কাপড়ের বদখত গন্ধঅলা কাজের মেয়েটা যার মুখ খুললেই কেমন রোজা রাখার সুবাস। অসহ্য। 'অসহ্য সে' ঘুমায় যখন। যখন কী কারণে

বাবার ধমক নাকি নানাবাড়ি না যেতে পারার শোকে মা ঘুমায় ফোলা চোখ লাল নাক নিয়ে একা একা বিছানায়। বাবা আসে না। বাবা আসে না দুপুরবেলায় যখন। আমি খেলি। একা, পিঁপড়া, ইঁদুর, তেলাপোকা, মাছি, মাটি, বালি, পাথরগুঁড়ো, কাক, চড়□ই, মাঝেমাঝে শালিক আর টবের মরা গন্ধরাজ একত্রে যার যার মত একা। আমরা ঘুমাই না। আমরা নাক ডাকি না। আমরা ধমক দিই না। আমরা কোথাও যেতে না পারার শোকে কাঁদি না। সন্ধ্যায় শুধু আমরা লেখাপড়ার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। লম্বা লম্বা বাতাসের সিঁড়ি প্রবাহিত হয় আমাদের ভেতর থেকে বাইরে। কেউ কারও সাথে কথা বলি না। কারণ জড়-গাছ-পাখি-প্রাণী-মানুষের ভাষা আলাদা আলাদা যা শিখেছি, শেখানো হয়েছে তাতে বক্‌বক্ সম্ভব না। খুব গরম পড়লে ক্ষেপে গিয়ে হয়তো প্রিয় কয়টা পিঁপড়া আঙুলে টিপে মারি। আরশোলা পিষি স্যাণ্ডেলের নোংরা তলা দিয়ে। ভাঙা সিমেণ্ট টুকরা ছুঁড়ে কালো কাক কা কা কা কা করে যায়। বেঞ্চির উপরে চেয়ার, চেয়ারের উপরে টুল তার উপরে পা দিয়ে ঘুলঘুলির ভেতর থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চড়□ইয়ের বাসা ভাঙাভাঙি। নিরীহ বাদামী মেয়ে চড়□ই-এর মন খারাপ এবং কালো দাগ গলায় মরদ চড়□ই অক্ষম দেখে হা হা হি হি। আর হ্যাঁ দেয়াল টপকে ধুর্ত ধুসর কালোসাদা আস্□রণের বেড়ালটিকে লেলিয়ে দিয় ইঁদুরটার পিছন পিছন। মজা দেখি মজা। মাছি মেরে হাত নষ্ট, গন্ধরাজ ডালপাতা মুচড়ে তাকে কষ্ট, বালিমাটি-পানি একত্র করে কাদা - যখন মানুষেরা ঘুমা□ছ প্রচুর রোদে ভীষণ ক্লান্□ দিবানিদ্রা রপ্ত করছে। আমি যখন হাসছি, হাসছি। ভাবছি, ভাবছি। শব্দ ছাড়াই হিংস্রতার ও আদর করার ভাষা শিখছি। নিজে নিজে। লাল ইটের গায়ে এ বি সি লেখা, দেয়াল ঠুকে ভেঙে দেখছি অক্ষর নেই– ভেতরে চিকমিক গুঁড়ো। এই পৃথিবীর কোথাও কোন বর্ণমালা লেখা নেই। তাই, লিখতে আমার খুব আপত্তি, আর বলতে। কথা, মানে– মানুষে মানুষে কত যে শাব্দিক সংলাপ। আমার হাসি পায়। আমার কান্না হয়। সুড়সুড়ি লাগে। এবং ব্যথা। কখনও কখনও খুশি। কই আমার তো শব্দ হয় না, শব্দ লাগে না, শব্দ পায় না তো আমার। কিন্তু আমার নয় বছর বয়সেও যেমন, বিশ যোগ নয় ঊনত্রিশেও তেমনি আমি শব্দ ছাড়া পারি না। শব্দ ছাড়া আমার নাম নাই। আমি কী পারি বলতে হয় শব্দে। আমি কী, আর আমি কে, আমি ভাবি শব্দে, বলি শব্দে, লিখি শব্দে। স্বপ্নগুলোও বড়ই সশব্দ। স্স্পর্শের প্রজ্বলনের দেশলাই– শব্দ : আই ওয়াণ্ট ইউ, আই ওয়াণ্ট নো ওয়ান বাট ইউ, ডু নট লীভ মি, ইভেন ইফ ইউ লীভ আই ডোণ্ট কেয়ার... শব্দ ব্যতীত কোনও স্স্পর্শ নেই আমার অবশিষ্ট। আহা আমি যদি বোবাকালা মানসিক প্রতিবন্ধী (মানে, শাব্দিক প্রতিবন্ধী) হতাম। ওদের পৃথিবীতে অক্ষরের কোনও মানে নেই। স্স্পর্শ বা দৃষ্টি ছাড়া। শ্র□তি ও কথনের মর্ষকাম এবং ধর্ষকামের কোন জায়গা নেই। আমার আর বলতে ভালো লাগে না– শুনতে ভালো লাগে না। দেখতে চাই আর ছুঁতে চাই নৈঃশব্দ। কী আশ্চর্য এই সব শব্দ : নীরবতা, নৈঃশব্দ, শব্দহীনতা; যেন শব্দ আদি ও একমাত্র। তা না থাকার বিকলাঙ্গ বিকল্প সম্ভাবনার নাম নিস্□ব্ধতা যেন।

আমার বয়স তখন তের, সাড়ে তের হবে। আমাদের পরিচিত ভদ্রলোক লজিং মাস্টার আমাকে বলল,– 'চুপ চুপ চুপ। কাউকে কি□ছু বোলো না। এই নাও চকলেট। খাও। ভয় লাগলে চোখ বুঁজে ফেল।' হাজার হাজার মতন কালো পিঁপড়া বিড়বিড় চুলবুল বেয়ে উঠতে নামতে ছুটোছুটি করতে শুর□ করেছে। চোখ খুলেও কালো পিঁপড়া– চোখ বুঁজলেও পিঁপড়ার শুঁড়, পিঁপড়ার পা, পিঁপড়ার পাখনা... শরীর জুড়ে ইলিবিলি। কিন্তু পিঁপড়া কি গুঁতো দেয় কখনও। এই পিঁপড়া শুধু কামড়ই দেয় না (কটমট কাটুস্)– ঢুঁ মারে জোরে জোরে। আমার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু কাকে বলি। মরা গন্ধরাজের বদলে বেশ কিছু ইতস্□ত পরিপাটি পাতাবাহার ফুলগাছ-সিলভার ডাস্ট অর্কিড আছে বারান্দায় তবু তাদের ভাষা *ফরেন*। আমার সাথে সম্সর্ক নাই। আমার মা ঐ গাছদের পোষে। নখে নেলপলিশ মাখানোর সমান যত্নে পানি-সার-কাঁচি চালানো কী কী করে, বুঝি না। অতএব গাছ না, গাছ পুষুনি-রঙ মাখানি মা না। বদগন্ধের কাজের মেয়ে বদলে চটপটে বাবুর্চি, ছুটা বুয়া, দারোয়ান যাদের আমি কখনও দেখি না, তারা না। তারা তো আমাকে দেখতে পায় না। আমি জানি তাদের নাম– বাবুর্চি, ছুটা বুয়া, দারোয়ান। তারা জানে আমার নাম 'আফা'। আফা-আফা-আফা। খুবই ফানি। আফা এদের কাকে কী বলবে। আর যেহেতু বারান্দার রঙচঙা গ্রীল কাকচড়ুই শালিকের জন্য দুর্গের জানালা এবং এবারের মোজাইক খুবই কড়া - মিস্□র তত্ত্বাবধানে দামী পাথরের। আমার কথা না বলার, অত্যাচার করার জীবজড়দের পাই না। তাই গায়ে পিঁপড়া ওঠার গল্পটা কাউকে শোনানো হল না। লজিং মাস্টার আমাকে একটা শব্দ শিখিয়ে চাকরি ছেড়ে দিল। ংহঁম মানে আরামদায়ক, আমি নাকি ংহঁম ! স্নাগ-স্নাগ ! বড় অদ্ভুত শব্দ। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ই□ছা ছিল কথাটা আমি কাউকে বলব। শব্দটা দিয়ে দেব কোন একদিন আর কাউকে। অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেব। আমি নিজে তারপর ভুলে যাব শব্দের উৎপত্তি। ষোল বছর কেন একটা শব্দ ঘুরতে থাকবে বারবার নানা ছলচাতুরির সঙ্গে আঠালোমতন মিশেমিশে একটা শব্দই অনেক বছর। কেন শব্দকে এতটা জোর দেয়া হয়েছিল কী কারণে আমি এখনও জানি না। আমাকে জানতে দেয়া হয়নি কোন্ প্রক্রিয়ায় আমার পরম পিতা ংহঁম এর অর্থ আবিষ্কার করেও স্রেফ চুপ হয়ে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ঐ পিঁপড়ামানবকে। তিনি কক্ষনো বলেননি আমাকে। আমার পিতা যিনি আমাকে ডিকশনারি দেখতে শিখিয়েছেন, ইংরেজি শব্দের কী উ□চারণ শিখলে 'স্পেলিং মিস্টেক' হবে না– ভিল.লেজ বললে যে বোঝা যাবে ভি আই দুটো এল তারপর এ.জি.ই. - শিখলাম। কয়েকটি মৃদু চড় ও অনেকগুলি মারাত্মক ধমকের পরে হলেও, ডিকশনারি বা অভিধান সাথে রাখতে খুলে দেখতে এমনকি মাঝে মাঝে মুখস্□র চেষ্টা রাখার দুঃসাহস দেখাতে শিখে গেছি। তিনি, আমার পিতা অলংকার ভালো চোখে দেখতেন না , আমি পরিনি। তিনি নাস্□িক ছিলেন কিনা বলা মুশকিল, সামাজিক আস্□িক হিসেবে চড়□ই গোসল মার্কা ওজু এবং ছুতানাতায় অসুখ দোহাই দিয়ে জুমা নামাজ কামাই করতে দেখা গেছে। তবু তিনি হুজুর রেখে কুরআন শরীফের শব্দ : আলিফ, বা তা, সা... পড়তে

বলেছিলেন। আমি পড়েছি। আমাকে তিনি জানিয়েছিলেন একজোড়া টেবিল টেনিস ব্যাট– আগাথা ক্রিস্টির বইটা তিনি কিনে দিতে রাজি আছেন যদি আমি তাকে স্কুল থেকে গোটা পাঁচেক বই 'প্রথম পুরস্কার' হিসেবে এনে নিতে পারি। আমি দিয়েছি। আশা ছিল তিনি আমাকে পিঁপড়ার বিকল্প বিষয়ে কিছু শব্দ দিতে পারবেন। কিন্তু তার মতে এই পৃথিবীতে কোন পিঁপড়া নেই, থাকতে পারে না। থাকলেও সে প্রসঙ্গে শব্দ উ□চারণ করতে হয় না, করতে পারা যায় না। আমার উর্বর মস্ি□ষ্ক শব্দ শেখার-শব্দ মনে রাখার-শব্দ লিখতে পারার জন্য ব্যবহার করাই বুদ্ধিমত্তার একমাত্র লক্ষণ। জীববিজ্ঞানীদের কাজ তারা কর□ক, আমি যেন মাথা না ঘামাই আর। অথচ আমার বাবার পিঁপড়াত্ব প্রসঙ্গে মধ্যরাতের মাতৃচিৎকার প্রমাণের উল্লেখ না করলেই নয় : "আর পারি না। আর পারি না। এবার থামো। প্লীজ..."

আমার বয়স তখন সতের। আঠার হবে। দোতলার ফ্ল্যাটে যে মেয়েটা এত রূপসী সে কেমন করে যেন আমার কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই একসাথে আমি যাই গান গাই। র□মির গাঢ় দৃষ্টির মত করে বৃষ্টির আবেগে আমি ভিজি প্রত্যেক বর্ষা সন্ধ্যায়-রাতে-জ্যোছনায় ছাদে। র□মি আর আমি খেলি টেবিলটেনিস, ক্যারম, জুয়া মানে ব্ল্যাকজ্যাক আর টোয়েন্টি ওয়ান (র□মি সব জানে, ওর খালাত ভাই মামারা এই লাইনে খেলোয়াড়)। পড়ি– শার্কল হোমসের রমণী সঙ্গহীনতা দেখেও দুঃখ হয় না আমাদের– আমরা ক্রমাগত শ্রদ্ধা করি, প্রেমে পড়ি টিভিতে পাইপঠোঁটে চোখা নাক লোকটার তীব্র কিন্তু নির্মোহ তাকানো দেখে ধাঁধা লাগে। যে ধাঁধার সমাধান জানতে পারছি না আমি। র□মিও পারেনি। আর আমরা কথা এত কম বলি তখন। এত কম। এত। যে, অবাক। র□মি আমার হাতের আঙুলে ঠোঁটে একজোড়া কবিতার লাইন। ধুমসে জন ডান, শেলী, অস্কার ওয়াইল্ড এর ওয়াইল্ড ও বুনো পদ্য-গদ্য-নাটক... লোডশেডিং এর গহীন রাত্রিতে আমাদের সেদিন বোধহয় জন্মদিন ছিল। দেখা হবার মানে বন্ধুত্ব না মিত্রতা না সম্স্লর্ক না হাবিজাবির একবছর পুর্তি উপলক্ষে আমরা বিশেষ ব্যবস্থায় 'বার্লিন অ্যাফেয়ার' ছবিটি আবিষ্কার করেছিলাম। আর ঘটনাচক্রে তখন আমরা গ্রীক মহিলা সাফোর নামও জানতে পেরেছিলাম। সেদিন আমরা আরও কম শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। কারণ আমরা শব্দ খুঁজে পা□ছলাম না। আমাদের হৃদপিণ্ড বেশ একটু ধুপধাপ করছিল। মুনলাইট সোনাটার সাথে সাথে চন্দ্রালোকের সম্স্লর্কটা মনে মনে বুঝতে গিয়েও বারবার আমাদের মনোযোগ এলোমেলো হয়ে যা□ছল। আর আমরা দুজনেই যুগপৎ আমাদের মায়েদের কর□ণা ও স্নেহ, আমাদের বাবাদের পুজা ও ঘৃণা আর আমাদের কারও তো কোনও ভাই ছিল না, বোন ছিল না, টেলিফোনে গল্প করার বন্ধু ছিল না। আমার একটা গল্প ছিল যা আমি কাউকে বলিনি। র□মির একটা অহংকার ছিল, সে কাউকে যোগ্য ভাবেনি। তাছাড়া সেই গভীর অন্ধকার রহস্যময় নিশ্চুপ রাত্রিকালে বলার মতো শব্দ সবই ফুরিয়ে যা□ছল দ্র□ত। র□মি জানাল সে পিঁপড়ামানবদের শুঁড় দেখেছে যা কিনা দুই পায়ের মাঝখান থেকে খুব দৃঢ়, গম্ভীর

ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে চায়। তার খালাত ভাইয়ের শুঁড় নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর সে সিদ্ধান্□ নিয়েছে ছেলেরা বড় বেশি কথা বলে। আমি হুটহাট করে আমার শৈশব, পিঁপড়ার কৈশোরক বিবর্তন এবং পিতার সত্য গোপন... সব বলে দিলাম। এবং ব্যাপক নীরব আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্□ নিরাম– আমরা পিঁপড়াদের চাই না। তারপর আমরা পরস্স্লর পরস্স্লরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। দুই বোন - দুই বন্ধু। দুই প্রেমিকা। এবং সেদিন থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা এই জোড়া শব্দের পুস্□কী অর্থ অনেক দিনের জন্য পাল্টে গেল। আপাতত পিঁপড়াদের ঝঁহম বা আরামদায়ক শব্দাবলী ভুলে থাকা যাবে। আর র□মি তো শব্দ চাইত না। অপছন্দ করত শব্দ,বলত : "*ফর গড'স সেক হোল্ড ইউর টাঙ এ্যাণ্ড লেট মি লাভ*"। অথচ কেন ঈশ্বরের দোহাই, কেন শব্দের সংবরণ, কেন ভালোবাসি নামের শব্দগুলো আমাদের তখনও ছেড়ে যায়নি আমার কাছে জানতে চাইলে আমি বলতে পারব না হয়তো। তবে শব্দের সাথে বড় রকমের বি□ছন্নতা তৈরি হতে পারল। র□মি যে এত টোলমাথা গর্তের হাসি, ঘন ও তীব্র দৃষ্টি দুধের সরের মতো সান্দ্রতা নিয়ে তাকিয়ে থাকত তাকে আমি ঐ অত ওজনদার শব্দের সাথে সংযুক্ত নিতে পারিনি। আর শব্দ ছাড়া আমাদের যা ছিল তা কী থাকে। থেকেছে কখনও ? যে ছিল– যারা ছিল, যেমন ছিল সে নেই, তারা নেই, তেমন নেই। এবং আশ্চর্য তবু প্রাকৃতিক - তাতে কারও কোনও ক্ষতি হল না। লাভ যদি নাও ধরি বছর বছরকে, কোনও প্রকার লোকসানের মুখ প্রায় দেখিনি। বরং সাবধানতা শব্দের এত অক্ষম ব্যবহারকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত অর্থে এবং নিজস্ব বিবেচনাতেও আমরা আমাদের যার যার আত্মিক পরিচয়ের স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারছিলাম।

আমার নাম কী। আমি কী পারি। আমি কী। আমি কে। এই চার বাক্যের ক্রমিক আবর্তনের উপমা দিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের যুগলবন্দী নিসর্গ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য ছিলাম। কারণ আমাদের কোন নাম ছিল না। আমরা কিছুই পারিনি। আমরা জানিনি আমরা কী। আমরা কে আর যে কোনও শব্দ সম্স্লর্কে সন্দেহের অভ্যাস ক্রমশ আমার মস্□ষ্ক মন শরীরের অবাচনিক অঞ্চলে একান্□ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্□ হতে শিখেছে ততদিনে।

আমার বয়স তখন ছাব্বিশ। পঁচিশ বলি নিজেকে। আর আমি র□মি নামে কাউকে চিনি না আর। স্বপ্ন এবং অনিদ্রায় কাটানো রাত্রি ছাড়া আমার একমাত্র 'চুপচাপ' পরিচিতজনের কথা মনেও আনি না। এবং আমি শৈশবের পুরনো ঢাকা থেকে নতুন ঢাকায় নির্বাসনের মতো পুনর্বার একা। বধির। জিভ কাটা। প্রায় রাতে ঈগল পাখির তীক্ষ্ণ নখর আর ভিন্ন চোখের সামনে আমি অসাড়। সোনালী মানুষ চামড়ায় সুর্যে পোড়া ক্ষত দেখিয়ে বোঝাতে চায় সে আমার ঘরে এসেছে। অথচ আমার শুধু অদৃশ্য হতে ই□ছা করে। কেউ যেন দেখতে না পায়। শুনতে না পায়। বলতে না পারে

আমি কোথায় আছি। কেমন আছি। ভালো না খারাপ। কঠিন না সোজা। বোকা না বুদ্ধিমান। জিনিয়াস না পাগল– মেণ্টাল কেস্... এইরূপ জঘন্য প্রচুর দ্বৈতশব্দের প্রকোপ থেকে বাঁচার একটা না একটা রাস্□া কি থাকতে নেই? থাকবে না! ভাবছি, ভাবছি। ভেবে ভেবে ঘুম আসে না। কাজ যা কিছু স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা করি– কাগজে মুচড়ে ছুঁড়ে -পড়ে থাকে প্লাস্টিক ময়লা কাগজের ঝুড়ি। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বিরাট আয়তনের বাক্যে আমি বাবাকে মুগ্ধ রাখার, মাকে উত্তেজনা তৈরির ক্ষমতা উপহার দেবার চেষ্টা করি। কারণ শব্দ ছাড়া তাদের কিছু দেব আমি, সেটা কোথায় আছে – কী আছে? পঁচিশ বছর আমি শুধু শব্দ গিলেছি, শব্দ উদ্গীরণ করেছি, শব্দ নিষ্কাশন করেছি। যার একটিও শব্দ আমার নিজের হল না। যা আমার নিজের হল না, তা যার যত প্রকার সম্ভব ও সম্ভাবনাময় সফলতার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকুক, আমার সঙ্গে ঐ শব্দের সম্স্লর্ক 'মামার শালা, পিসার ও ভাই তার সাথে কোন সম্স্লর্ক নাই'... কেননা একমাত্র তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত– যেই বলেছে সে ব্যতীত আর কাউকে আমি বোবা বা বধির ভাবতে পারি না।

যদি আমাদের উ□চারিত সকল শব্দই শুধু নিঝঝুমকে ভরাবার ব্যর্থ প্রস্তুতি আর সকল শ্রুতিই বিবিধ মাত্রার অনুবাদ হয়ে থাকে তবে আমরা হ□ছ কতিপয় শব্দের গেমবাজ। গোরখোদক আর অনুবাদক আমাদের টাইটেল। সাবটাইটেল কিন্তু শব্দ না।

তৃতীয় গল্প

মরা হ্রদের কিনারায়

এক.

এই অঞ্চলের একমাত্র হ্রদে বেশ কিছুদিন হয় কোন পাখি আসে না। আসে। তবে যেমন কাক চড়□ই শালিক বড়জোর মাঝেমধ্যে দোয়েল বা ফিঙে। হ্রদের কিনারায় প্রচুর সবুজ সুপুষ্ট ঘাসের জমি ছিল। মানুষেরা শুয়ে শুয়ে রাতে সেখান থেকে গুণত কত নক্ষত্র কে কত বেশি গুণতে জানে প্রতিযোগিতা। হাজার রকমের গাছ ছিল। গুল্মলতাবীর□ৎ থেকে বয়সী কাণ্ডে সুপ্রাচীন বৃক্ষ পর্যন্□ কোটি কোটি পাতা। ঝরে ঝরে খয়েরি বাদামি পুরাতন পত্রে গাছতলায় সে অনেক বিছানা। হ্রদে নানা জাতের মাছ ছিল। যদিও মাছের চাষ করতে আসেনি কেউ। তিন চারজন বালকের দল দুপুরবেলায় মাছ ধরার নাম ক'রে ছিপবঁড়শির খেলা খেলত শুধু। মাছের রূপালি পিঠ আর পানিতে সকাল বিকাল আলোর ঝিকিমিকি দেখে সময় কাটাত অবসরপ্রাপ্ত বুড়োরা। ছড়ানোছিটানো পাথরের চাঁইয়ে বসে বসে তাদের বুড়িরা যে যার তর□ণ বয়সের গপ্পো বলাবলি করত। ঝালমুড়ি চুইংগাম বিড়ি সিগারেটের দৌরাত্ম্য ছিল না আর তর□ণী যুবতীদের ব্যস্□তা ছিল অন্যত্র। শিশুদের খেলা গান ছবি আঁকা ছুটে ছুটে ফড়িং ধরার নাচ এইসব ছাড়া কাজ তেমন কোথায়। সত্যি বলতে কি, হ্রদ, হ্রদের ঘাসভর্তি প্রান্□র- গাছে ভরা অরণ্য হ্রদের মানুষ- আশেপাশের পাখি, শান্□ পশু, হ্রদের আকাশ মেঘ তারা চাঁদ, সকালের সূর্যতাপ- আর এই হ্রদের পানি, পানির মাছ, পানিতে ভাসাডোবা কত সব জলজ জীবেরা; সত্যি বলতে কি, কেউ সেসব দেখোনি। তাই সব কথাই বানানো বা ভেবে নেয়া রূপকথা মনে হ□ছ হয়তো। কিন্তু আমি নিজের হাতে ছুঁয়ে দেখেছি হ্রদের টলটলে পরিষ্কার পানি। পানিতে আমার ছোটবেলার চেহারা দেখতে পেয়েছি। আর কিনারার ঘাসে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি কবে বড় হব। কবে আমার ছুটি। খেলতে খেলতে- যত ধরনের গান গাইতে গাইতে- রঙতুলির ছোপ দিতে দিতে- নাচ আর ছোটাছুটি করতে করতে আমার আর ভালো লাগছিল না।

তখন আমার বয়স মোটে এগার। নিয়মমতে ‘বড়’ হতে হতে আরও পাঁচ বছর। ষোল বৎসর হলে পরে আমাকে ‘বড়’ বলা যাবে। তখন হ্রদে সাঁতার কাটা আমার খেয়ালখুশি। কখন ঘুমাব কখন উঠব খাব কি খাব না দৌড়াব কি দৌড়াব না সব আমার ই□ছা। যদি চাই হ্রদ ছেড়ে চলে যাব দুরে কোথাও। কেউ আমাকে মানা করতে পারবে না। ‘বড়’ হলে নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়। বাবা মা ভাইবোন আত্মীয় বা বন্ধু এমনকি শিশু সাহায্যকারী শিক্ষকগোষ্ঠী ‘গুর□জন’-দের সহায়তা একটুও নেয়া যাবে না। সেরকমই নিয়ম। ষোল থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্□ ‘বড়’দের একা একা থাকতে হয়। দু-তিনজন মিলে একসাথে বাস করতে পারে। কিন্তু কারও ওপর নির্ভর করা চলবে না। বেশ কষ্টকর মনে হলেও এতে সুবিধা অনেক। মানুষ স্বাধীন হতে শেখে। রান্না করে খেতে, বাসন ধুতে, কাপড় ধোঁয়া, কাপড় শুকানো, পরিষ্কার পরি□ছন্ন থাকতে শেখে। সবচেয়ে বড় কথা দুরপথে ভ্রমণের সাহস আর আত্মবিশ্বাস পায়। নির্জনতম পাহাড়ে বসে দ্বীপে বা মর□ভুমিতেও আনন্দের সঙ্গে নিজের সাথে নিজে বসবাস করতে পারে। যে যাই বলুক ‘বড়’ হবার সাথে সাথে এই একা হবার বিষয়টা আমার ভালোই লাগে। প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হবে, সে সবখানেই হয়। তবু আমি ‘বড়’ হতে চাই। চাই যেমন খুশি থাকতে।

সেই যেমন খুশি থাকতে পারার আশায় আশায় আমার দিন কাটে। এগার বার তের চৌদ্দ পনের...

দুই.

শ্রাবণ মাসের ঘোর বৃষ্টির রাতে আমি ‘বড়’ হলাম। কাঁটায় কাঁটায় ষোল বছর পুর্ণ হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যায় বাবা মা ভাইবোন এবং আত্মীয় পড়শিদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিয়েছি। বাকি শুধু বন্ধু আর ‘গুর□জন’। কাছের বন্ধুরা কেউ কেউ আগেই ‘বড়’ হয়ে চলে গেছে। অন্যদের আরও সময় লাগবে। আজকের রাতে একা আমিই ‘বড়’ হয়েছি। বড় দুর্যোগের রাত(১)। সাবধানে পথ চলবে(২)। পেছনে তাকাবে না(৩)। শুধু সামনে দুরে আরও দুরে(৪)। ‘গুর□জন’ আমাকে এই চারটি বাক্য শেষবারের মতো উপহার দিয়েছিলেন। কানে কানে ফিসফিস করে, যেন আমি ছাড়া কেউ শুনতে না পায়। আমি তার কথা চারটি রাখলাম বুক পকেটে। হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি। পরিবার ও সমাজের কয়েকজন আমাকে বিদায় দেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের কারও কারও চেহারায় শঙ্কা, উদ্বেগ। আমার জননী জানালার শিক ধরে বর্ষার পানি দেখছিলেন। বিদ্যুত চমকের ছায়া তার চোখে গালে। আমি বুঝতে পারছিলাম না তিনি কাঁদছেন কিনা। সন্□ানেরা ‘বড়’ হলে যদি তারা অন্যত্র যেতে চায় তাদের ছেড়ে দিতে হয়। তখন বাবা মায়ের কাঁদার নিয়ম নেই। অবশ্য

আমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বহু বছর ধরে ‘বড়’রা হ্রদ অঞ্চল থেকেই তাদের ই□ছামত জীবন-যাপন করে আসছে। অঞ্চলের বাইরে যাবার নিয়ম থাকলেও কী কারণে- অনি□ছায়, নাকি মনে হয়নি অথবা ভালো লাগেনি বা ভয় ছিল বেশি বা সাহস হয়নি... ইত্যাদি কারণে- ইদানীং কেউ ‘বড়’ হয়ে ভ্রমণ করতে চায় না। অথচ শিশুকাল থেকেই- যে যা করে না, আমার তাই করার ই□ছা হয়। ছোটরা তো আর ই□ছা হলেই হ্রদ ছেড়ে চলে যেতে পারে না। তাই ‘বড়’ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন যা□ছি।

এক প্রস্□ কাপড়জুতা পরে, আরেক প্রস্□ জুতাজামা কাঁথা পানি খাবার মগ, টিনের থালা, ছোট্ট নোটবুক, কিছু পেন্সিলের সীসা প্যাকেট করে পলিথিনে মুড়িয়ে পিঠে চড়াই। আর এক প্রস্□ পলিথিনে মাথা ও শরীর মুড়িয়ে শেষমেষ রওনা হই। ঘরের দরজা ডিঙাবার সময় শেষবার গন্ধ নিই। ঘরে আমার বিছানা নিজস্ব জিনিসপত্র আর আত্মীয়দের গায়ের গন্ধ শেষবারের মতো স্মৃতিতে ধারণ করে যাত্রা শুর□ করি। ঝমঝম বৃষ্টি গুম গুম মেঘের আওয়াজ গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে সামনের রাস্□া এক ঝলক দেখা যায়। সেই ভরসায় দৌড়ে দৌড়ে হাঁটি। পায়ে ছপছপ শব্দ হয়। বাড়ির সীমানা পার হবার সময় আমাদের গাভীটা কেন যেন ডেকে ওঠে, হাম্বা... আবার আসবা... কানে তেমনি শোনায়। ই□ছ হয় পেছনে ফিরে একবার আদর করে আসি। বাঁটে হাত বুলিয়ে শিঙ নেড়ে দিয়ে বলি, ভালো থেকো। লাব-ডাব-লাব-ডাব বেজে ওঠে হৃৎপিণ্ড। বুকপকেটে রাখা তৃতীয় বাক্য- *‘পেছনে তাকাবে না’* মনে পড়ে। তড়িঘড়ি হাঁটতে থাকি। এ মায়া কাটাতে হবে। ঘরের মায়া, স্বজনের মায়া, সবচেয়ে বড় কথা আমার সবুজ সুন্দর স্ব□ছ হ্রদের মায়া কাটাতে পারা চাই। এতসব ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে যাই হ্রদের তীরে বিস্□ারিত ঘাসভূমিতে। বৃষ্টি ততক্ষণে একটু কমেছে। আকাশে চারপাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আশ্চর্য একটা রঙ। কেমন বিষণ্ন কিন্তু সজীব। বৃষ্টি শেষে মাটি পানি ঘাসের গন্ধ মেশানো সোঁদা ঘ্রাণ চুমুক দিয়ে শুঁকতে ভালো লাগে। মুঠি মুঠি সুঘ্রাণ। কালো মেঘ সরে চিকন দেখা যায় কি যায় না চাঁদের টুকরো। কয়েকটি তারা এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো। হ্রদের পানিতে যেনবা তাঁরা এই পৃথিবীরই প্রাণী। কখনও কি ছুটন্□ তারা দেখিনি। নিশ্চিত জানি পড়ে যাওয়া নক্ষত্রেরা এই হ্রদের গভীরে শুয়ে থাকে। এইসব নীরব স্স্লষ্ট রাতে পানিতে তাদেরই চেহারা- গাছের ছায়া মিলেমিশে যেন ভাই-ভাই বন্ধু-বন্ধু সমাজ। আমি শুকিয়ে যাওয়া পাথরের একা চাঁইয়ে বসে পড়ে গায়ের পলিথিন খুলে ফেলি। জামার হাতায় সামনের দিকটা ভিজে গেছে। পায়ের জুতা পানিতে চিপসানো। খুলে পানি ঝরাবার জন্য পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখি। গাটা একটু শুকিয়ে নিয়েই আবার রওনা হব। আমার ‘বড়’ হওয়ার প্রথম রাত। নোটবুকটা খুলে এই স্বল্প আলোতেই কিছু একটা লিখে রাখি। প্রথম বর্ষ। প্রথম সপ্তাহ। প্রথম রাত। কী এক নৈঃশব্দের সাক্ষী/রাত্রি হ্রদের কিনারায়।

তিন.

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নক্ষত্রের নিচে খোলা প্রান্□রে হ্রদের পাশে সেই আমার প্রথম রাত্রিযাপন। প্রচুর বর্ষণ রাতে তখনই থেমে গেছে। তারপর থেকে ভেজা মিষ্টিমিষ্টি ঠাণ্ডাঠাণ্ড বাতাস। ঘাসে ঘাসে হালকা শনশন শব্দ। শেষরাতে ঘুম ভাঙে আমার। উঠে পুব দিকে তাকাই - সুর্য উঠবে উঠবে ভাব। বনের দিকে দেখি কালোসবুজ অরণ্যশীর্ষের উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কালোকালো বিন্দু এগিয়ে আসছে। হ্রদটাও নড়ে চড়ে উঠছে। পশুপাখির ঘুমের জড়িমামিশ্রিত টুকিটাকি আওয়াজ। কঁকর কঁকর কোঁ। ডাকল বুঝি বনমোরগ। আমাকেও যেতে হবে। আর তো থাকা চলে না। এইখানে এই হ্রদের আশেপাশের জীবনযাত্রায় আমার স্থান নেই। নিজেই আমি সিদ্ধান্□ নিয়েছি। কাউকে দোষ দেবার কিছু নেই। যেতে হবে চেনা ঘর নিয়েছি। কাউকে দোষ দেবার কিছু নেই। যেতে হবে চেনা ঘর চেনা অরণ্য চেনা হ্রদ চেনা মানুষপ্রাণীবৃক্ষ ছেড়েছুড়ে '*শুধু সামনে দুরে আরও দুরে*'। চতুর্থ বাক্যটির ধাক্কায় হৃৎপিণ্ড আবারও চঞ্চল-অশান্□-অসংযত। চটপট উঠে জুতা পায়ে শুকনা পলিথিন নোটবুক পেন্সিল প্যাকেটে পুরে হাঁটতে আরম্ভ করি। দ্র□ত হ্রদ অঞ্চলের সীমানা পার হতে হবে। সকালে কেউ জেগে উঠে দেখে ফেলার আগেই সীমান্□ অতিক্রম করা চাই। চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল... চল্ চল্ চল্...

প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছালাম হ্রদের শেষ সীমায়। বন সেখানে শেষ হয়ে গেছে। ঘুরপথে এদিক ওদিক না গিয়ে সবচেয়ে সহজ চোরারাস্□া ধরে বেরিয়ে এসেছি। তাতে সময় কম লাগে। বয়স যখন তের তখনই লুকিয়ে লুকিয়ে বনে ঢুকে জাতবেজাতের ফল খেয়ে পাতা চিবিয়ে আমার পেট ঢোল। জিভ কষ খেয়ে তিতা। ঠোঁট ফোলা ফোলা। সবচে' বিপদের বিষয় সদর রাস্□া খুঁজে পা□ছলাম না। আশেপাশের সবচে' উঁচু গাছটার মগডালে চড়েও কিছু দেখতে পাই না। বন আর বন। গাছ থেকে নেমে ভাবলাম যাদুর আশ্রয় নিতে হবে। ভাগ্যের চালাকি। আচমকা দৌড় দৌড় দৌড়। চোখ বন্ধ। কানের পাশ দিয়ে চোখা বাতাসের স্রোত, পায়ের নিচে দুমড়ে যা□ছ পাতা ঘাস ভাঙা ডাল মটমট ভাঙছে মরা পাখি মরা পশুর হাড় পড়া ফল যা ছিল সব পিষেটিষে দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে শেষমেশ আর যখন পারা যায় না, হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে ধকধকাধক ধক্... এবার থামা হোক... এবার থামা হোক বলতে শুর□ করলে পরে থামলাম। চোখ খুলে দেখা গেল সর□ রেখার মতো রাস্□া। লম্বা লম্বা ঘাসে ঢেকে প্রায় দেখাই যায় না এমন। কেউ কোন এক কালে সেই বহু বছর আগে হয়তো হেঁটে দৌড়ে কোথাও কোনও অচেনা অজানা দিকে পা বাড়াতে চেয়েছিল সেই অনিশ্চিত টলমলে পায়ের ছাপ একটু একটু আছে। একবার ভাবলাম, যাই। কিন্তু বড় ক্ষুধা। আর প্রায় বিকাল হতে চলেছে। ঘরে ফিরতেই হবে। ফিরে যাবার ই□ছা করে না। কিন্তু 'ছোট'দের ই□ছা হলেও বা কি। ফিরেই গেলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা আজকে হোক কালকে হোক যাবই যাব ঐ রাস্□ায়। কিন্তু যা হয় অন্য দশটা খেলায় খেলায় রাস্□ার স্মৃতি ডুবে গেল বিস্মরণে। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির অভিধানে তবু জমা হয়েছিল। তাই 'বড়' হতে না হতেই মনে পড়ল। খুঁজে পেলাম। বৃদ্ধ

‘গুর□জন’ বলেছিলেন, বহু বছর আগে এই রকমের একটা পথে কয়েকজন ‘বড়’ চলে গেছেন - কোথায় কেউ জানে না।

হ্রদ ছেড়ে ভ্রমণে যাওয়া সেই পর্যটকেরা আর ফেরেনি কখনও। তুমি কি সত্যি সত্যি যেতে চাও? ‘গুর□জন’ প্রশ্ন করেছিলেন। কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন? ঐ পথ কি খুবই ভয়ংকর! বড় ধরনের বিপদের আশংকা আছে? মৃত্যু পর্যন্□ হতে পারে! আমার ছেলেমানুষি প্রশ্ন শুনে ‘গুর□জন’ লম্বা সাদা দাড়ির ফাঁক দিয়ে দন্□হীন মাড়িতেই একটু হাসলেন। বড় সুন্দর সেই হাসি। আর এই হাসির মানে আমরা জানি। হাসির অর্থ, এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। ‘বড়’ হয়ে উত্তরটা নিজে নিজে বের করে নিতে হয়। আমি তারপর গুর□জনকে খামাখা প্রশ্ন করিনি। কিন্তু পনের বছর অর্থাৎ ছোটবেলার শেষ দিনগুলোতে পুরোটা সময় শুধু প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্নে মগজ কিলিবিলি কিলিবিলি। এমন সব প্রশ্ন যার উত্তর নাই কারো কাছে। আত্মীয় বন্ধু পড়শি ‘বড়’রা এমনকি ‘গুর□জন’রাও এসব প্রশ্নের জবাব দেন না। খুব পীড়াপীড়ি করলে বড়জোর দুতিনটি বাক্য বলেন। তাও ধাঁধার মতো শোনায়। আরেকটু চাপাচাপি করা হলে বাধ্য হয়ে ‘গুর□জন’কে বলতে হয়, প্রশ্নোত্তর ছাড়াও বড়’দের হরেকরকমের কাজ আছে। তাই করো না। যদি সে কাজ করতে না চাও জবাবের আশায় দিবারাত্র মুষড়ে পড়ে উদাস ঘোরাফেরা অলস ঘুম খামাখা একই স্বপ্ন দেখা স্বপ্নব্যাখ্যায় কী উত্তর পাবে? যতদুর জানি প্রশ্নের পাল্লায় পড়ে ‘বড়’দের মধ্যে কেউ কেউ যখন প্রায় উন্মাদ হয়ে যা□ছলেন, তখন কয়েকজন ‘বড়’ হ্রদ ছেড়ে ‘শুধু সামনে দুরে আরও দুরে’ চলে যান। সম্ভবত বনের একটা গোপন পথ ধরে। যারা সত্যি সত্যি খোঁজে তারাই শুধু পায় সেই ঘাসলুকানো সর□ রেখারাস্□া।

চার.

রেখারাস্□ায় যাব কিনা তা নিয়ে আরেকবার মনে এখন সংশয়ের আনাগোনা। কী হয় কী হয় কী করব কী করব ভাবতে ভাবতে রাস্□া সামনে নিয়ে হাঁটাহাঁটি পায়চারিতে সময় যায় অনেকটা। ঘাড় প্রায় পিছনে ঘুরে যায় যায় এমন অবস্থা। কি এক অদ্ভুত টান। সেই টানাটানি কি সমাজমানুষের প্রিয়জনের মুখ দেখার আকর্ষণ! শান্□ নির্বিরোধ নিঃশঙ্ক প্রাত্যহিক বসবাসের সহজ সমাধান। নাকি হ্রদ আমাকে ডাকে ? জীবন্□ যে কোন মানুষ এমনকি স্বয়ং মায়ের চেয়ে বেশি ক্ষমতা নাকি তার যে এমনি করে ডাকাডাকি করছে। আয় আয় ফিরে আয় চলে আয়, আয় কাছে কাছে থাকি, আয় সুখে-দুখে থাকি, ফিরে আয়... সত্যিই কি কোনও টানের যাদু বাতাসে, ডাকের ইন্দ্রজাল নাকি পাতাঝরার শব্দে? বা এসবের উৎস আমার হৃৎপিণ্ড! ধুকপুক ধুকপুক... অনিশ্চয়তার ভয়কে খোলস পরিয়ে বলে- স্নেহ, বলে-স্বজন ও স্বজাতি প্রেম, বলে- সংসার প্রতিদিনকার ভালো। যা জানি না তা জানবার, ঐ রেখারাস্□ায় কী আছে সেটা দেখাশোনার যে

আগ্রহ এতক্ষণ ছিল উদ্দীপক। আমার চোখের রঙ, ভুর□র নাচন, ঠোঁটের নড়াচড়া, পায়ের ছন্দ, হাতের মুদ্রা, শরীরের সর্বত্র কেমন একটা ভবিষ্যৎ স্ফূর্তি টের পেয়ে যেমন উন্মুখ হয়ে ছিল- কই এখন এত ওজনদার মনে হ□ছ কেন। মাধ্যাকর্ষণের টানে কোমরের নিচটা যেন পাথর পাথর। কাঁধের হালকাপাতলা বোঝায় যেন মণ মণ বাটখারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঘাম নামছে। স্বেদের স্রোত। চুল বেয়ে কপাল ভুর□ থেকে চোখে গালে থুতনি বেয়ে কণ্ঠার হাড় ছেড়ে নিচে। কেমন লাগছে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে গায়ের জামা। পায়ের জুতা থেকে উৎকট পচাগন্ধ। প্যাকেট ঘাড় থেকে নামিয়ে একের পর এক ভারি কাপড় খুলে জুতা খুলে শুধু পাতলা কাপড়। সাদা স্ব□ছ অন্□র্বাস। আর দাঁড়াতে না পেরে বসলাম। বসে থেকে তারপর সটান শুয়ে পড়ে আছি। অসাড় হাত পাত পড়ছে না। রোদে জমে গেছে। পায়ের আঙুল আড়ষ্ট। অনেক চেষ্টার পর নাড়ানো গেল। গোড়ালি হাঁটু কোমর ভাঁজ করলাম ভাঁজ বন্ধ চলল কিছুসময়। ঘাড় দশদিকে নাড়িয়ে তারপর চোখের পাতা বন্ধ খোলার খেলা, মাড়ির ওঠানামা, নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে শ্বাস টানা শ্বাস ছাড়া। সবশেষে শরীর শিথিল করে পড়ে রইলাম। যতক্ষণ পারা যায় শ্বাস বন্ধ রেখে তারপর ফুসফুসের জমা দুষিত বায়ু ঠেলে বের করে দিলাম যতটা সম্ভব। মাংসপেশিরা কাজ না পেয়ে শ্লথ হতে হতে ভুলে গেল আমার স্নায়বিক নিয়ন্□ণ। এতসময়ের উত্তেজিত স্নায়ু উদ্দীপনার উৎসাহ হারিয়ে নিস্তে□জ। বোধকরি রক্তের প্রবাহের গতিও কিছুটা কমল। চারদিকের বাতাস যেমন স্বল্পগতির– হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ অতি ক্ষীণ। আর কোলাহল নাই। না বাইরে, না ভেতরে। চোখ দৃষ্টির বিক্ষেপে চঞ্চল নয়। শ্র□তির সীমায় শব্দরা একেবারে কর্কশ না। স্বর কমাতে কমাতে প্রায় নিঝ্ঝুম। শুধু আমি আছি। পরিবেশ আছে। দৃশ্য শব্দ স্সর্শের সহজ যোগাযোগ ঘটছে। দেহের বাইরের সাথে দেহের অভ্যন্□রে। কে যেন বলছে : আমি আছি। আমি নাই। আমি আছি। আমি নাই। আমি আছি...

পাঁচ.

"ওঠো ওঠো অনেক রাত হয়েছে। যাও বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে ঘুমাও। এখানে কী? একি ঘর না বাড়ি। খোলা রাস্□ায় শুয়ে আছ। গাড়ি চাপা পড়বে তো। আশ্চর্য মানুষ। অ্যাই ওঠো ওঠো ওঠো!" শব্দ শব্দ শব্দ সর্বত্র। বাতাসে ধোঁয়া-ধুলার রাজত্ব। কাশতে কাশতে প্রায় বমি করার পর্যায়ে জেগে উঠেছি। জেগে উঠতে বাধ্য এখন আমি। অ্যালার্ম ক্লকের তিরিরিরিরিং তিরিরিরিরিং, বেজেই যা□ছ বিরতিশুন্য... বিরক্তি বাজা□ছ শুধু। তিরিরিরিরিং তিরিরিরিরিং ত্রাং... হাতের তালুতে মুখটা চেপে ধরলাম। ব্যাটা থাম্। থাম্। ঘড়ি না হয় থামল কিন্তু শরীরের সমান বয়সী ঘড়ির লবডব... লবডব... পাখিসব, করে রব, ওঠো সব... তাকে থামাবার উপায় জানা নেই। উঠতেই হ□ছ। তারপর দাঁত ব্রাশ করো। মুখ ধোও। বাথর□মে দু পা ফাঁক করে তলপেটে চাপ দাও। হাতে পায়ে সাবান পানি দাও। কাপড় বদলাও। এবং খাও। র□টি মাখন বিস্কুট জেলি ডিমভাজি পরোটা

যা সামনে পাও গিলে খাও। তারপর মোজার ভেতরে সরল পায়ের পাতা কুঁকড়ে মুকড়ে ঢুকিয়ে চির□নি নিয়ে আয়নার মুখোমুখি। ডানে সিঁথি না বামে সিঁথি না মাঝখানে। সিঁথি ছাড়া থাকুক। চুল উড়বে, নোংরা হবে বাতাসে। ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধি। ঝুঁটি বা একটু বেণী। খোঁপা? কী রঙের ব্যাণ্ড কালো শাদা বেগুনী নীল সবুজ কমলা হলুদ। বেখেয়ালে যে জামা পরেছি তার সাথে মিলিয়ে পরব না কনট্রাস্ট? উফ্ উফ্ উফ্ফ্। চল্ চল্ চল্ প্রতিটি সকাল। আর রবিবারে, শুক্র শনির দিনরাতের গতি মনে করতে নেই। অতীতচারিতা শুধু দেরি করিয়ে দেবে, দেরি করিয়ে দেবে। আহা বৃহস্স্লতিবার যেন কবে? বছর খানেক পরে। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা বাদ দাও। অতজোরে ছুটতে চেও না। দিন ডিঙাতে গিয়ে আন্□ঃদিবস শুন্যতায় পড়ে যাবে হারিয়ে যাবে। কেউ খুঁজে পাবে না তোমাকে। মুহূর্তে মুহর্তে বাঁচো। ধীর ও শান্□ এবং নিয়মিত রাখো শ্বাসপ্রশ্বাস। মগজের রিফ্লেক্সে যেন দৈনন্দিন বাঁচামরার বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে। কিন্তু যদি স্যার লোডশেডিং হয়, লোডশোডিং! মানে, দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে যে কোন দিন যে কোন সময় যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির পি□ছল পা... "স্থানকালপাত্র প্রসঙ্গে ঘটতে পারে বলে কিছু ঘটতে পারে না। লজিক এ্যাণ্ড সায়েন্স হ□ছ তোমার ডান হাত এবং বাম হাত। জন্ম নেবার মুহূর্তে তোমার নাভির রশি ছেঁড়ার পর যে রক্তপাত আর স্বে□ছামৃত্যুরত বুড়োদের যে শেষ বকবকানি; ভুলে যাবার চেষ্টা করো। আদি এবং অন্□ উভয়ই স্থানকালব্যক্তি নিরপেক্ষ। ডু নট বদার অ্যাট অল উইথ ইউর বিগিনিং অর ইউর এণ্ড। তুমি বর্তমানের সন্□ান বর্তমানের নাগরিক বর্তমানের প্রবীণ। আই রিপিট। ডু নট বদার উইথ দ্য ডিটেইলস্। ২৪ ঘণ্টা সময় পা□ছ এক এক দিনে। ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড নষ্ট করার শাস্□ কী হতে পারে তুমি জানো! তুমি জানো!

– হ্যাঁ। আমি জানি।

প্রথমত : শুদ্ধিকরণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীন ইনস্টিটিউটে বছর খানেক তোমাকে রাখা হবে। সেখানকার দিন রাত মানুষ প্রাণী উদ্ভিদ প্রকৃতি দালান রাস্□া বিপণীবিতান প্রতিষ্ঠান সব এখানকার মতোই। শুধু সেখানে সকলেই স্মৃতিভ্রংশ। জানা কথা, স্মৃতি মাত্রই দুষিত চিন্□ন। এটা তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধী অর্থাৎ অতীত মনে করতে চায় বলে যাদের সন্দেহজনক মনে করা হয় তাদের জন্য।

দ্বিতীয়ত : সমীকরণ সমাধান প্রকল্প। কয়েকশ একর এলাকা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে একটি জর□রী প্রতিষ্ঠান। সেখানে পৌঁছানো মাত্র প্রত্যেককে ছেড়ে দেয়া হয় বিশাল প্রান্□রে। অসংখ্য গোলকধাঁধায় ভর্তি জায়গা। কত যে গুহা খানাখন্দ ফাঁদ চোরাবালি মর□ঝড় বজ্রপাত প্রাকৃতিক বিপদ সেখানে তার হিসাব অসম্ভব। দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের সেখানে পাঠানো হয়। যারা অতীত কেবল মনেই করতে চায় না।, স্মৃতি সম্ভব এমনকি জাতিস্মরের অস্□ত্বও সত্যি মনে করে। শুধু

তাই না। আদি অন্□ এবং নির্দেশিত জীবনযাপনের চেয়ে অন্যরকম বাঁচামরার খোঁজও যারা করতে চায়। কুখ্যাত সেই প্রান্□রে ঢুকে কেউ বের□তে পারেনি কখনও। কারণ, গোলকধাঁধার সমীকরণ সমাধান করতে পারলেও প্রান্□রের শেষে যে শুর□শেষ ছাড়া আদিম শূন্যতায় পরিপূর্ণ গহ্বরটি আছে তার মধ্যে তাকে ঝাঁপ দিতেই হবে।

এবার শোনো তৃতীয় এবং শেষ শাস্□। প্রথম শ্রেণীর অপরাধীদের জন্য যা নির্ধারিত। যদিও বহু বছর ধরেই প্রথম শ্রেণীর কোন অপরাধ সংঘটিত হ□ছ না। কারণ আমরা আইন বিচার পুলিশ সেনাবাহিনী সাদাপোশাক ধর্মগুর□ শিক্ষক শিল্পী লেখক রাষ্ট্রপ্রধান থেকে ভিখারি পর্যন্□ সকলকে নানা প্রকার জীবনযাত্রার তালিকা পাঠ করিয়েছি। একবার না, দুবার না, অগণন সময় ব্যাপ্ত করে তারা পড়েছে। শুনেছে দেখেছে। সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি ঐতিহাসিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আমরা সফল হয়েছি। আমাদের প্রস্□াবিত দর্শনের বিপরীতে কোন সমাধান খুঁজে পাবার মতো অপরাধের শাস্□ এত আতংকের, এতটাই অভাবনীয়... শোনো।

এই শহরের শেষ মাথায় একটি মৃত হ্রদ আছে। কয়েক শতাব্দী আগে সে জীবন্□ ছিল এমন শোনা যায়। একশ বছর আগে শেষ যে ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর অপরাধে শাস্□ পেয়েছিল তার দাবি, হ্রদ আবার জেগে উঠতে পারে। খুবই হাস্যকর রকমের রসিক লোক, সন্দেহ নেই। কারণ সবাই জানে, পৃথিবীর হ্রদেরা কেবল মরে যেতে পারে। ওদের ধর্ম নয় পুনর□জ্জীবন বা পুনর□থান না কীসব হাবিজাবি।

যাক– শাস্□টা হ□ছ মরা হ্রদের দুরবর্তী কিনারায় নির্বাসন। সেখানে কোন প্রাণের অস্□ত্ব জানা যায় না। ধু ধু মাটি। দৃষ্টির অসীম সীমানাতেও কোন মানুষ নেই বৃক্ষ নেই পাখি নেই। আকাশ সেখানে নীলরঙাও ঠিক না কেমন কালচে। সুর্য আছে কিন্তু তার আলো আগুনগরম। যেখানে লম্বালম্বি পড়ে পুড়ে যায়। রাত আসে ধীরে। কিন্তু পুরো অন্ধকার হয় না কখনও। নক্ষত্র চাঁদ কি□ছুর দেখা পাওয়া যায় না এমন অশরীরী সব মহজাগতিক ছায়ায় গাঢ় হয় সবকিছু। ঠিক আঁধারও নয়, বা নয় আলোর আভাস। গোধুলি বা ঊষার সময় বলতে যেমন আজব আলোআঁধারি তেমনও না। কেমন বিকট আবছায়া। শূন্যতার চেয়েও অধিক নিঃসঙ্গতার রঙ সেই আবহাওয়ায়। স্বপ্ন নাই স্মৃতি নাই এমনকি ঝাঁপ দেবার মতো শূন্যতারও অনবস্থিতি। সেই দিকশূন্যপুর র□ক্ষ নয়, চোরাবালি নয় কেমন বীভৎস থলথলে ক্লেদের চেয়েও অন্যরকম স্যাঁতসেঁতে। ঠিক ভেজা না শুকনাও না। মানে যেখানেই যাও তুমি সেই দেশের কোনও নাম দিতে পারবে না। কোন বৈশিষ্ট্য, কোন ডাকাডাকি পারা যাবে না। চিন্□ায় একটি শব্দ মনে পড়ামাত্র তুমি দেখবে হারিয়ে গেছে শব্দটা। বা যা দেখে মনে হয়েছিল ঐ শব্দ হতে পারে, সেই বিষয়টিই বদলে বদলে হয়েছে আর কিছু।

আর কিছু। আর কিছু। অতি অতি পরিবর্তনশীল ভূপ্রকৃতি এত ভিন্নতা সত্ত্বেও বৈচিত্র্যহীন। একঘেয়ে। বরাবর একই রকম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁকিয়ে মুচড়িয়ে মোড় ঘুরে পাশ ফিরে ভেঙে গড়ে ঢেলে সাজিয়ে উল্টেপাল্টে পাল্টে এত যে রূপান্□র আকারান্□র গুণান্□র। তবু হ্রদতীরের অবর্ণনীয় সেই বধ্যভূমি স্থাণু ধ্র□ব বদ্ধমুল এক মুর্তিমান অবস্থাহীনতা। সেখানে কারও মৃত্যু নেই। কেউ বেঁচে থাকতেও পারে না। জন্মান্□রের অতিলৌকিক অমীমাংসিত ঘোর শুধু। শুধু বিভ্রম।

ছয়.

আমি বিভ্রান্□ নই। আমি জানি। আমি বিশ্বাস করি হ্রদটা বেঁচে আছে। হ্রদের হৃৎপিণ্ড এখনও ধিকিধিকি নিঃশব্দে ওঠানামা করে। আর হৃৎপিণ্ডের রক্ত উষ্ণ গতিময় এবং লাল। মস্□ষ্কের আবেগ ও কল্পনাকেন্দ্রটি যে সঙ্গোপনে খুব সাবধানে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কালো কর্কশ চুলেই ঢাকুক অথবা যৌবনেও যদি সে তার□ণ্য হারানো কোনও আশু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যায় বা সে দেখতে যেমনি হোক অত্যন্□ কদর্য কুৎসিত কোনও বৃদ্ধিহরমোন বৈকল্যে বামন কিংবা হাবাবোকা দৈত্য। অনিশ্চিত লিঙ্গচিহ্নসম্স্লন্ন কোনও ক্লীবও যদি হয়। শেকল ছেঁড়া মানুষ, খুন করা সাইকোপ্যাথ– স্স্লষ্টত উন্মাদ। বা যে কিনা ক্ষিদে পেলে পাতা চামড়া নিজের মলমুত্র থুতু রজঃস্রাব বীর্যও চেটে খেতে পারে এমন কেউ, সে যেই হোক। তার যদি হৃৎপিণ্ড থাকে। থাকে ধুসর বাক্সে আবেগ কল্পনা স্বপ্ন সে হ্রদের তলদেশে কালো মাটিতে শুয়ে শুয়ে একা একা মরে যাবে। হ্রদের কিনারায় নাকি মরে না মানুষ, হ্রদের তলদেশে কি মৃত্যু হয় না। অথবা উন্মীলন!

সাত.

...ভাবতে...ভাবতে...ভাবতে... এখন আমার বয়স হয়েছে বত্রিশ। 'বড়' হবার দিন শেষ আমার। এখন হব 'প্রৌঢ়'। ষোল বছরের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নসংকুল জেগে থাকা বেঁচে থাকা 'বড় থাকার দীর্ঘজীবী প্রক্রিয়াটির আজকে মৃত্যু হল। 'প্রৌঢ়' দিনের শুর□ উপলক্ষে তাই আমি ফিরে পেয়েছি স্মৃতি স্বপ্ন কল্পনা হৃদয় হৃৎপিণ্ড। আমার মনে পড়েছে আমি কোথাকার মেয়ে কোন্খানে ফিরে যাব। কোন্ শহরে। কোন্ গ্রামে। সেই বসতিতে আমার মা বাবা ভাই বোন বন্ধু পড়শি স্বজন 'গুর□জন'রা আছেন কি নেই সেটা বড় প্রশ্ন না। আমাকে ফিরে যেতে হবে শুধু এটুকু জানি। আর চাইলে যে কাউকে এখন সঙ্গে নিতে পারি। নির্ভরতা জায়েজ আমার জন্য। আমার বন্ধুদের হাত ধরে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ি দিতে পারি। কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্□ ঘুম। গাঢ়। স্বপ্নময়। যদি কোন পাতা ঝরে যায় হেমন্□র শেষদিনে, আমাদের ছায়াবৃক্ষের মগডাল ছেড়ে যদি উড়ে উড়ে আসে কোনও পাখি, কোনও পশু যদি ঘাস খায়, মাটি খুঁড়ে পোকা খায়, এসে আমার গোড়ালি ও নগ্ন পায়ের পাতা চুলকে সুড়সুড়ি দিতে ভালোবাসে, ওরা কর□ক, ওরা আসুক, ভালোবাসুক। কোন কিছুকে

নিষেধাজ্ঞা দেব না সে যেই হোক মানুষ কিংবা পশুপাশিগাছ কিংবা আকাশ মেঘ নৈঃশব্দ। অথবা, সময়। প্রৌঢ়রা কাউকে কিছু মানা করতে জানে না। তারা হাতে লাঠি হাতে কুকুর হাতে শিশু হাতে পথ হাঁটে। কিন্তু তারা কিছু ছুঁড়ে ফেলে না। বা পায়ে মাড়িয়ে যায় না পিঁপড়া ভিক্ষুক আমের মুকুল।

মরা হ্রদা বেঁচে উঠবে তারা সেই ভরসা রাখে। এই অঞ্চলের একমাত্র হ্রদে বেশ কিছুদিন না হয় কোন পাখি আসে না। আসে এক দুই তিন চার কাক চড়□ই শালিক বড়জোর মাঝেমধ্যে দোয়েল বা ফিঙে।হ্রদের কিনারায় প্রচুর সবুজ সুপুষ্ট ঘাসের জমি কি আছে এখনও? মানুষেরা শুয়ে শুয়ে রাতে সেখান থেকে কি গোনে কত নক্ষত্র, কে কত বেশি গুনতে জানে প্রতিযোগিতা হয়?

হ্রদের টলটলে পরিষ্কার পানিতে আর একবার আমার প্রৌঢ় নড়বড়ে ও জাতিস্মর মুখখানা দেখতে চাই।

(শেষ)

নাসিমা সেলিম অলীক